পাঠক ফোরাম

সাবাস বিএনপি

আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় ছিল স্কুল-কলেজের বই কেনা প্রকল্পের কোটি কোটি টাকা নিজ সমর্থক, কবি, লেখকদের নিয়ে লুটপাট করে খেয়েছে। তবু সান্ত্বনা ছিলো, কিছু প্রকৃত লেখকের বই তারা কিনেছিলেন। ক্ষমতায় এসে বিএনপি 'অন্যে অধম বলে আমরা নরাধম' এই কথা প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ভেবেছিলাম এবার হয়তো স্বচ্ছতা আসবে সরকারি টাকায় বই কেনার ব্যাপারে। বাস্তবে হলো উল্টো। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর লেখা ইংরেজি পুস্তকসহ, ধর্মমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, সংসদ সদস্য, নির্বাচক, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক, ছাত্রদলের নেতা-কর্মীসহ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বই তারা নির্বাচন করেছেন। নির্বাচন করেননি প্রকৃত লেখকের বই। সাবাস, বিএনপি।

মঞ্জু হাসান
শাহ সাহেবের গলি, পরীবাগ ঢাকা

চাই একুশে

রাজনৈতিক দাম্ভিকতা আর ব্যক্তিগত রেষারেষির কারণে দেশের মানুষের স্বপ্ন আজ চিরতরে

বিলীন হতে চলেছে। একুশ তথা দেশীয় সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারের একটু সদিচ্ছা বা সহমর্মিতাই যথেষ্ট। একুশে টিভি যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কষ্ট পাবো। কারণ একুশ মিশে আছে আমাদের হৃদয়ে।

শিল্পী, পপুলার হাউজিং
বড়বাগ, মিরপুর, ঢাকা

উপেক্ষিত মধ্যবিত্ত

আওয়ামী লীগের পতনের পেছনে তাদের মন্ত্রী, এমপিদের দুর্নীতি, অসততা একটা অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করেছে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে– বিএনপি'র নিজেরই একটা অংশ মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বিএনপি'র জনপ্রিয়তাকে নিচের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তা না হলে যে মধ্যবিত্তের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বিএনপি এবার ক্ষমতায় এলো সেই মধ্যবিত্তকে কিভাবে তারা প্রত্যাখ্যান করল। যে ব্যক্তির আয় মাসে ৬২৫০ টাকা তাকেও এখন থেকে বছর ১২০০ টাকা আয়কর দিতে হবে। কিন্তু এই ১২০০ টাকা দিতে গিয়ে তাকে সরকারের দপ্তরে কিংবা উকিলকে আরও ১০০০/১৫০০ টাকা দিতে হবে। হয় সেই লোকটি আয়কর দেবে না কিংবা আয়কর দিতে গিয়ে ঐ লোকটিকে কর দেয়ার মাসটিতে না খেয়ে থাকতে হবে। নতুন গাড়ির ট্যাক্স কমিয়ে ১৮ লাখের গাড়িকে ১০ লাখ করা হয়েছে। তাতে করে উচ্চবিত্তের লাভ হয়েছে। সরকার রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানি নিষিদ্ধ করে দু'বছরের জন্য ছাড় দেয়া হয়েছে তাও ১০% ট্যাক্স জুড়ে দিয়ে। গাড়ি, ফোন ইত্যাদি কি এখন স্ট্যাটাস সিম্বল? এই সহজ সত্যটা কেন তারা বুঝতে চাচ্ছেন না? কেন এগুলো তারা মধ্যবিত্তের হাত থেকে কেড়ে নিচ্ছেন?

জিয়া হাসান, ঢাকা

জার্মানি দূতাবাস

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশীরা রাজনৈতিক আশ্রয়ে আছে। এসব দেশে রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকা মানেই নিজেকে বিভিন্ন সমস্যায় নিয়োজিত রাখা। তাই প্রয়োজনের তাগিদে ২০০১ সালে বাংলাদেশ দূতাবাস জার্মানিতে অবস্থিত বার্লিনে গিয়েছিলাম একটু সহায়তা পাবো বলে। কিন্তু যতটুকু সহায়তা পাবো বলে গিয়েছিলাম তার চেয়েও বেশি পেলাম। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ সরকারের নিয়োজিত দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এতো আন্তরিক হতে পারে তা কল্পনাতীত। মনে হলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মানসিকতারও উন্নতি হচ্ছে, এটাই যেন বাস্তব। বিশেষ করে বাংলাদেশ দূতাবাস জার্মানির প্রথম সেক্রেটারি ওয়াইজ-উজ-জামান সাহেব এবং পাসপোর্ট বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছাকলাইন সাহেবের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। আশা করি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিয়োজিত বাংলাদেশী দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও আন্তরিক হবেন।

শওকত, jaklia@hotmail.com
Germany

কম্পিউটার শুল্ক

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাত আইটি সেক্টর। কিন্তু বর্তমান সরকারের হঠকারী সিদ্ধান্তে সেই সম্ভাবনার মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। কম্পিউটারের ওপর ৩৫% ভ্যাট এই খাতকে ১০ বছর পিছিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। সরকারের এই রাজস্ব বাড়ানোর একক সিদ্ধান্তে জনগণের অবাক হওয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। কারণ বিরোধী দল সংসদে গিয়ে এই বাজেটের কোনো বিরোধিতা করেনি। তবু শেষ পর্যন্ত সরকার কম্পিউটারের ওপর Vat প্রত্যাহার করেছে। এই শুভবুদ্ধির জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মাহবুব
ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, খুলনা

ওপেন চ্যালেঞ্জ

পাঠকরা লক্ষ্য করেছেন কি?
সুফিয়া, আলেয়া, আম্বিয়া বেগম বা খাতুনেরা বিভিন্ন পত্রিকায় ছবিসহ বিজ্ঞাপন দেয়। এই পৃথিবীর হেন কোনো রোগ-ব্যারাম এবং জটিল সমস্যা নেই, তারা সমাধান দিতে পারে না। বিফলে মূল্য ফেরত। আবার লক্ষ্য করবেন, দেশ-বিদেশে ফল পাওয়া মক্কেলরা ছবিসহ তাদের হলফনামার বিজ্ঞাপন দেয়। আমি ভাবি অন্য কথা। কোনো কৌশলেই খালেদা-হাসিনার ঝগড়া বন্ধ হবে না, তবে এবার আমি 'বুজরুগি শেফায়' তদবির করে দেখবো। চিন্তা নেই আমার, বিফলে মূল্য ফেরত।

পল্টু
বাগিচাগাঁও, কুমিল্লা

দুর্নীতি ভাইরাস

বর্তমান তথ্যপ্রবাহের যুগে টেলিফোনের গুরুত্ব সর্বাধিক। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে বাংলাদেশে এর প্রসার সেভাবে ঘটছে না। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে চাইলেই যতো খুশি ফোন সংযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আমলাতান্ত্রিক জটিলতাই হয়তো বা এর প্রধান কারণ। টেলিফোনের সুবাদে টিএন্ডটির রমনা অফিসে আমাকে প্রায়ই যেতে হয়। লক্ষ্য করলাম, ডিমান্ড নোট থেকে ফোন সংযোগ পাওয়া পর্যন্ত সর্বত্র দুর্নীতি। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে একেবারে নীরব। কোনো প্রকার জবাবদিহিতা করতেও ইচ্ছুক নন। এর শিকার সাধারণ আম জনতা। এমনিতেই টিএন্ডটির নতুন ফোন সংস্থাপন ব্যয় বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। তারপরও ৩০ হাজার টাকার নিচে সাধারণভাবে সহজে ফোন পাওয়া যায় না। আপনি অতিরিক্ত টাকা খরচ করলে এক সপ্তাহের মধ্যেই ফোন পেয়ে যাবেন। নয়তো বা বছরের পর বছর অপেক্ষা। এভাবে আর কতোদিন চলবে?

সুদীপ কুমার, নবাবপুর রোড, ঢাকা

মৌলিক এবং মানবিক

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে চিকিৎসা অন্যতম। অথচ বাংলাদেশের অনেক দরিদ্র রোগী বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করছে। বাংলাদেশে সরকারি হাসপাতালগুলোতে গেলে এই চিত্র আরো স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। সিটের উপরে নিচে, বারান্দায় রোগীরা কাতরাচ্ছে। কিন্তু ইচ্ছে করলে আমাদের দেশের ডাক্তাররা এই সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান করতে পারেন। বাংলাদেশের প্রতিটি ডাক্তার যদি তার নিজ এলাকায় একটি করে স্বাস্থ্য ক্যাম্প করে কমপক্ষে ১০০ জন করে রোগী দেখেন তাহলে অন্তত পক্ষে দেশের দরিদ্র জনগণ বিনা চিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মরবে না।

ডা. মোস্তফা আব্দুর রহিম
সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র মিরপুর

একজন কমল মমিন

পশ্চিমবঙ্গের লেখক-শিল্পীরা ঢাকায় এলে তাদের নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়। আমাদের যে লেখকরা নিজের সতীর্থদের একবেলা আপ্যায়নের উদারতা দেখাতে পারেন না, তারাই দাদা-দিদিদের সেবা করার জন্যে উঠে পড়ে লাগেন। থাকা-

টোকাই

খাওয়া এমনকি যাতায়াতের ব্যবস্থা করতেও কসুর করেন না। অথচ এ দেশের বিখ্যাত লেখকরাও সেখানে যান নিজের খরচে। থাকেন হোটেলে। কেউ যদি মদের বোতল, প্রচুর উপহার সামগ্রী নিয়ে কারো বাসায় যান– তাহলে সেখানে যত্ন মেলে। আনন্দবাজার, দেশ, সানন্দা পত্রিকার লোকজন বলেন, বাংলাদেশের সবাই কতো ভালো। বাংলা ভাষাকে তারাই রক্ষা করেছেন। ওমা, সেখানকার লোকজন কতো ভালো। অথচ আমাদের কারো লেখা তারা ছাপেন না। পড়েন না। উপরের কথাগুলো লিখেছেন লেখক কমল মমিন। ক্যান্সার সংক্রান্ত এ লেখকের কথা পড়েছি সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাতায়। এর আগে এমন অকপটে এরকম সত্য কথা বোধহয় কেউ লেখেননি পশ্চিম বাংলার লেখকদের সম্পর্কে। ধন্যবাদ কমল মমিন। ধন্যবাদ সাপ্তাহিক ২০০০কে।

প্রেরণা হক
দক্ষিণ কমলাপুর, ঢাকা

মনে পড়ে...

আমি দেশের বাড়ি কবে যাব তা জানি না। পুরনো স্মৃতি মনে হলে বুকে যন্ত্রণা বাড়ে। মাগো একবার বলো না কেন এই কপালে সুখ সইলো না। দু'চোখে স্বপ্ন ছিলো। ছিলো কতো আশা, ছোট্ট একটি ভুলের জন্য সব হলো নিরাশা। নিয়তি আমায় নিয়ে কেমন খেলা খেলে, ইচ্ছে হয় না ফিরে যেতে আবার সেই গাঁয়। মনে পড়ে বাড়ির কথা, মা কবে যাব তা জানি না। গ্রামের বাড়িতে দল বেঁধে মাঠের খালে মাছ ধরতে যেতাম। ডুবিয়ে ডুবিয়ে খালের জলে কত মাছ ধরতাম, মাছের ভারে খালের জলে ডুবে যেতো হাঁড়ি। কবে যাবো বাড়ি তা আজ আর জানি না...

Md. Samshozoha
AlDhaher, Kuwait

ঠকবাজদের কেচ্ছা

একবার এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পাঁঠা খাবার ভীষণ ইচ্ছে হলো। তিনি বাজারে গিয়ে একটি নাদুস-নুদুস পাঁঠা কিনে ওটা কাঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। পথে পাঁচ ঠকবাজ এ দৃশ্য দেখে তাদেরও পাঁঠা খাবার ভীষণ লোভ হলো। তারা ফন্দি আঁটলো কি করে পাঁঠাটাকে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে হস্তগত করা যায়। এরপর পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম ঠগ এসে ব্রাহ্মণকে ভক্তি গদগদ হয়ে প্রণাম করে বললো, ঠাকুর আপনার কাঁধে যে কুকুর। ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে তাকে ধমক দিলেন। কিছুদূর এগোবার পর এলো দ্বিতীয় ঠক, সেও একই কথা বললো। তাকেও ব্রাহ্মণ ধমক দিলেন। এরপর এলো তৃতীয় ঠক। ব্রাহ্মণ এবার তাকে ধমক দিলেও তার মনে সন্দেহ ঢুকে গেলো। এরপর এলো চতুর্থ ও পঞ্চম ঠক। তারাও পূর্বের মতোই বললো। তখন ব্রাহ্মণের পুরোপুরি বিশ্বাস হলো যে, তিনি বয়সজনিত দৃষ্টিভ্রমের কারণে কুকুরকে পাঁঠা বলে কিনে এনেছেন। আর ওদিকে পাঁচ ঠক মিলে মনের আনন্দে পাঁঠার মাংস খেলো। এদেশের রাজনীতিবিদরা ওই ঠকবাজদের মতোই। মিথ্যাকে সত্য বলে আর সত্যকে মিথ্যা বানানোতে তাদের জুড়ি নেই।

এমএম নাওশের
বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রতারক হতে সাবধান

দীর্ঘদিন যাবৎ বিদেশে চাকরি এবং ইমিগ্রেশনের জন্য যেসব সার্টিফিকেট পাঠানো হচ্ছে তার একটা বিরাট অংশ ভুয়া বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। একটা প্রতারক চক্র বিভিন্ন বোর্ডের এসএসসি, এইচএসসি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট তৈরি করে দিচ্ছে এবং কম শিক্ষিত লোকরা উচ্চদরে এসব সার্টিফিকেট ক্রয় করে বিদেশের ইমিগ্রেশন প্রসেসিং কেন্দ্রসমূহে পাঠাচ্ছে। এ সার্টিফিকেটসমূহ এতই যত্নসহকারে তৈরি করা হয় যে, আসল সার্টিফিকেট থেকে তা বাছাই করা প্রকৃতপক্ষে দুরূহ। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা ও জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যালয়ে বিভিন্ন পেশায় দক্ষ লোকের বিপুল চাহিদা রয়েছে। এর জন্য দরকার উচ্চতর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট। ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাস ডিভি বিজয়ীদের সাক্ষাৎকারের পরে অনেকেরই এইচএসসি সার্টিফিকেট জব্দ করে এবং পরবর্তীতে তা যাচাইকালে অর্ধেকেরও বেশি ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়। ইতিপূর্বে জাল সার্টিফিকেট তৈরি কারখানার সচিত্র প্রতিবেদন বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত হয়েছে।

কাজী রকীবুল ইসলাম, ৮৩,
সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড, ঢাকা
E-mail : raquibul@wisbd.com.

সরকার, সঞ্চয়পত্র এবং অর্থনীতি

সরকার, চারটি সঞ্চয়পত্র বাতিল করাতে কিছু বিনিয়োগকারীদের (সঞ্চয়পত্রে) কাছ থেকে প্রতিবাদ উঠেছে। তাদের মতে, সরকারের এই সিদ্ধান্তে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত, ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ অনেক বড়। সরকার উচ্চহারে সুদের মাধ্যমে সঞ্চয়পত্র দ্বারা জনগণ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অর্থ ধার করে প্রধানত দু'টি কারণে। প্রথমত, সরকারের যখন আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয় এবং দ্বিতীয়ত, যখন সরকার ট্যাক্স ফি এবং অন্যান্য উৎস থেকে যথেষ্ট আয়ের যোগান দিতে পারে না। সুতরাং কোন সুনাগরিকই চাইবে না যে, সরকার উপরোক্ত পরিস্থিতির শিকার হয়ে উচ্চসুদে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করুক। বর্তমানে সরকারের সমুদয় অভ্যন্তরীণ কাজের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৮,০০০ কোটি টাকা। এর বিপরীতে সরকারকে সুদ দিতে হচ্ছে রাজস্ব বাজেটের ২১%। যে অর্থনীতিতে রাজস্ব বাজেটের এক-পঞ্চমাংশ চলে যায় শুধু সুদ দিতে, সে অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা করা সত্যিই কষ্টকর।

নিপুণ জামান, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। এক পাতায় পরিষ্কার হাতের লেখা ও পুরো নাম-ঠিকানা দেবেন।
চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

স্বপ্নের মুখোমুখি জীবন

আজ চার বছর হতে চললো। বিশ্ববিদ্যালয়কে টা-টা জানিয়েছি। দীর্ঘতম বেকারত্ব। স্বপ্ন ছিলো একদিন। আজ বাধ্যতামূলকভাবে স্বপ্নহীন। অথচ চতুর্দিকে স্বপ্নের ছড়াছড়ি। দেশ চলেছে দুই মরহুমের স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। রাস্তাঘাট, ট্রেন, বাস, হোটেল, সমাবেশ, সংসদ– সর্বত্রই 'স্বপ্নের বাস্তবায়ন' নিয়ে তুমুল বিতর্ক কিংবা একপেশে দীর্ঘ বক্তৃতা। 'সোনার বাংলা' কিংবা 'স্বনির্ভর বাংলাদেশ'–এই দুই স্বপ্নের মধ্যে পার্থক্য, আক্ষরিক কিংবা ব্যাপক অর্থে আছে কি?

সুরনজিত কিলিকদার
মৌলভীবাজার, সিলেট